

গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর শিক্ষা আন্দোলনের কয়েকটি দিক

খুরশিদ জাহান

প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

Abstract: Education is the basic right of every human being. By acquiring skills and knowledge through education people can establish themselves as productive members of society. For a long time the masses of the Indian sub-continent was deprived of the right to institutional education. Caste system was very strong in India, especially in Bengal. Only the upper caste Hindus enjoyed the right to education. The lower caste Hindus were deprived of that opportunity. In the latter half of the 19th century, Guruchand Thakur of Faridpur district (now Gopalganj district) made an effort to establish the right to education for the deprived. He ensured the right to education of the then large population of Bengal. In the present article the educational movement of Guruchand Thakur in Gopalganj and its adjoining areas will be discussed. Particular emphasis will be placed on how and among whom this movement spread. At the same time an attempt will be made to analyze the impact of this movement on society.

Key Words: Educational Movement, Cast System, Matua Community, Women Education.

ভূমিকা: উনিশ শতকে জল-কাদা বেষ্টিত নিচুভূমির বৃহত্তর ফরিদপুর ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার শ্রেণি। জাতিভেদ প্রথাকে তারা বেছে নিয়েছিল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের জাতিভেদ প্রথার যঁাতাকলে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল। উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত সমাজে মনে করা হতো এই অস্পৃশ্যরা ছুঁয়ে দিলে তাদের জাত যায়, মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যায়। ধর্মের দোহাই দিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সমাজের উপর একাধিপত্য বিস্তার করে এবং ধর্মের নামে শোষণ, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার চালায় যার প্রতিবাদ দীর্ঘকাল কেউ করতে পারেনি। কোনো জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন নির্যাতন-নিষ্পেষণের শিকার হলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হয়। কোনো না কোনো মহামানব বা মহান নেতার আবির্ভাব হয় তাদের উত্তরণের জন্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই শোষিত জাতিকে শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে বের করে আনার জন্য পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলায়) সচেতন হয়েছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। এই জনগোষ্ঠীকে অবহেলা, নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে তাঁরা ধর্মীয়, সামাজিক,